Sanskrit (Hons) 2nd Semester
C-4/Section –B /Unit-III
Means of Conflict resolution
(দ্বন্দ্বের সমাধানের উপায়)

Importance of knowledge (জ্ঞানের গুরুত্ব):

গীতার প্রথম অধ্যায়ে যুদ্ধক্ষেত্রে সমস্ত নিকটাত্মীয়দের দেখে অর্জুনের মন মোহগ্রস্ত হয়েছে। পরবর্তী কালে শ্রাদ্ধ তর্পণাদির কাজ কে করবে ? যারা জীবিত থাকবে তাদের ভরণপোষণ কীভাবে সম্ভব ? তারই উপায়স্বরূপ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন একমাত্র তত্ত্বজ্ঞানই পারে সংসার মোহ থেকে দূরে রাখতে। এই সমস্ত জ্ঞানই হল পরমজ্ঞান। ''বাসুদেব সর্বম্'' এই রূপ জ্ঞান হয় তখন অহং বোধ বিনাশপ্রাপ্ত হয়। তাই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গীতায় বলেছেন –

অপি চেদসি পাপেভ্যঃ সর্বেভ্যঃ পাপকৃত্তমঃ।
সর্বং জ্ঞানপ্লবেনৈব বৃজিনং সন্ত রিষ্যসি।।(গীতা,৪/৩৬)

অর্থাৎ নৌকা যেমন জলপ্লাবন থেকে মানুষকে স্থলে পৌঁছাতে সাহায্য করে তেমনই জ্ঞানরূপ নৌকা মোহময় জল প্লাবন ও নদী রূপ সংসার থেকে পার করতে পারে। পাপীও জ্ঞান লাভে সক্ষম। কারণ পাপ অসৎ আর জ্ঞান সৎ। কথায় আছে সৎ সঙ্গে সর্গবাস। তাই সৎ অর্থাৎ জ্ঞানের হাত ধরেই পাপমুক্ত হওয়া সম্ভব। জ্ঞান পরমপবিত্র। পবিত্র বস্তুর সংস্পর্শে অপবিত্রও পবিত্র ও কলুষতা মুক্ত হয়। আমাদের এই জ্ঞান প্রাপ্তি তখনই সম্ভব যখন আমাদের বিষয়াসক্তি না থাকলে সংসারের জাগতিক সুখ ও ভোগ থেকে দুরে থাকবে।

অগ্নি যেমন কাষ্ঠকে সম্পূর্ণরূপে বিনাশ করে, তেমনি জ্ঞান রূপ অগ্নিও সমস্ত পাপকে ভস্মীভূত করে। তাই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন — যথৈধাংসি সমিদ্ধোঽগ্নির্ভস্মসাৎ কুরুতেঽর্জুন।
জ্ঞানাগ্নি: সর্বকর্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে তথা।(গীতা,৪/৩৭)

এই শ্লোকে সমস্ত পাপ বিনাশের উপায় বলেছেন।

তত্ত্বজ্ঞানে মানুষের সমস্ত পাপ দূরীভূত হয়ে যায় ও অন্তরের মধ্যে মহাপবিত্র ভাব আসে। আমাদের এই সংসারে জ্ঞানের ন্যায় পবিত্র কোন সাধন নেই। সেই জ্ঞানের দ্বারাই ভাবসংসার পারাপার সম্ভব। তত্ত্বজ্ঞানের দ্বারা সমস্ত কর্ম ভস্ম হয়ে যায়। যোগ সাধন থেকেই তত্ত্বজ্ঞান লাভ করা সম্ভব। তাই ভগবান বলেছেন, কর্মযোগ অনুসারে যাঁরা কর্ম করেন তাদের যোগসংসিদ্ধি হলে তত্ত্বজ্ঞান লাভ হয়। যে জ্ঞান লাভ করতে হলে অনেক বাধা বিঘ্নের মধ্য দিয়ে অতিক্রম করতে হয়, সেই জ্ঞান তুমি কর্মযোগের বিধি অনুসারে প্রাপ্ত করবে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন এই তত্ত্বজ্ঞানে বিন্দুমাত্র অপবিত্রতা, জড়তা ও বিকার নেই। তাই বলেছেন –

ন হি জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রমিহ বিদ্যতে।
তৎ স্বয়ং যোগসংসিদ্ধ: কালেনাত্মমি বিদতি।। (গীতা,৪/৩৮)

ভগবান বলেছেন, যিনি ইন্দ্রিয় সংযম করতে পারেন না তারা বিষয় ভোগে ব্যাপৃত থাকে। তাই ভগবান বলেছেন, যদি ইন্দ্রিয়াদি সংযত না হয় এবং সাধনে তৎপরতা না আসে ততক্ষণ শ্রদ্ধার ভাব কম আছে বলে মনে হয়। সধনায় পরায়ণতা না আসা পর্যন্ত শ্রদ্ধাও পুরোপুরি আসে না। শ্রদ্ধা না আসলে জ্ঞান লাভ করা যায় না। সেই জন্য জ্ঞান প্রাপ্তিতে শ্রদ্ধাই প্রধান। মানুষ শান্তি খুঁজে বেড়ায় । জাগতিক বস্তুতে শান্তি অসম্ভব। তাই বলা হয়েছে –

শ্রাদ্ধবান লভতে জ্ঞানং তৎপর সংযতেন্দ্রিয়।
জ্ঞানং লব্ধা পরাং শান্তিমচিরেণাধিগচ্ছথী।। (গীতা,৪/৩৯)

ভগবান অর্জুনের মনের সংশয় দূর করার জন্য উপদেশ প্রদান করেন। অর্জুন যুদ্ধ করাকে পাপ বলে মনে করেছেন। তাই ভগবান বলেছেন, অজ্ঞানজাত বুদ্ধিস্থিত আত্মবিষয়ক এই সংশয়কে জ্ঞানরূপ অসি দ্বারা ছেদন করিয়া ব্রহ্মদর্শনের শ্রেষ্ঠ মার্গ নিষ্কাম কর্মযোগ অবলম্বন কর এবং যুদ্ধের জন্য উত্থিত হও। তাই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন —

তস্মাদজ্ঞানসম্ভূতং হৃৎস্থং জ্ঞানাসিনাত্মনঃ।
ছিত্ত্বৈনং সংশয়ং যোগমাতিষ্ঠোত্তিষ্ঠ ভারত।। (গীতা,৪/৪২)

Clarify of budhi (বুদ্ধির স্বচ্ছতা):

ইন্দ্রিয়গুলিতে বুদ্ধির প্রাধান্য থাকে এবং ইন্দ্রিয়গুলি বুদ্ধি অনুসারে কাজ করে। বুদ্ধির সাহায্যে নিজ লক্ষ্যবস্তু ঠিকমতো বোঝা যায়। বাস্তবে গভীরভাবে দেখলে বোঝা যায় যে কামনাবাসনারহিত প্রবৃত্তি ও নিবৃত্ত যদি নিজের সুখ আরামের জন্য করা হয়, তাহলে এইরূপ প্রবৃত্তি হয়ে যায়। কারণ এই দুটিই বন্ধনকারী অর্থাৎ এর দ্বারা নিজ ব্যক্তিত্ব দূর হয় না। কর্তব্য ও অকারন ভয় ও অভয় এবং

বন্ধন ও মোক্ষ - এগুলি জানার জগৎ সংসার থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করা। যদি জগৎ সংসার থেকে সম্পর্ক ছিন্ন না হয়, তাহলে সে জানা প্রকৃত জানা হয় না।বুদ্ধির দ্বারা ধ্যেয় ঠিকমতো বোঝা যায়।

গুণকে আধার করে বুদ্ধির বিভাজন করেছেন। সাত্ত্বিকী বুদ্ধি কী সেই বিষয়ে অর্জুনকে ভগবান বলেন যথা –

প্রবৃত্তিং চ নিবৃত্তিং চ কার্যাকার্যে ভয়াভয়ে।
বন্ধং মোক্ষঞ্চ যা বেত্তি বুদ্ধিঃ সা পার্থ সাত্ত্বিকী।(গীতা , ১৮/৩০)

অর্থাৎ যে বুদ্ধির দ্বারা প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি, কর্তব্য ও অকর্তব্য, ভয় ও প্রভয়, বন্ধন মোক্ষকে যথার্থরূপে জানা যায়, তাকেই সাত্ত্বিকী বুদ্ধি বলা হয়েছে।

প্রত্যেক সাধকের প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি দুটি অবস্থা হয়। প্রবৃত্তি কী ? আর নিবৃত্তিই বা কী ? তার স্পষ্ট জ্ঞান গীতাতে বলা হয়েছে। প্রবৃত্তির সাধারণ অর্থ বৃত্তির সাথে যুক্ত থাকা। প্রত্যেক মানুষ আজকের সমাজে আমরা দেখতে পাচ্ছি সকাল থেকে তার কর্মের জন্য ছোটে। যেটি হল প্রবৃত্তি অবস্থা। বিষয়ের পিছনে দৌড়ানো মানুষের প্রবৃত্তি। যখন মানুষ বিষয়াসক্ত থেকে ছেড়ে সংসারের কাজকর্মকে গুরুত্ব না দিয়ে ভগবদের প্রাপ্তির জন্য ধ্যান ভজনাদি করেন সেই অবস্থাকে বলে নিবৃত্তি। এককথায় বলতে গেলে জাগতিক কামনা যুক্ত প্রবৃত্তি আর জাগতিক কামনা রহিত নিবৃত্তি। সাত্ত্বিক বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তিকে বুঝে কাজ করে।

রাজসিক বুদ্ধি কী সেই বিষয়ে অর্জুনকে ভগবান বলেন যথা –

যয়া ধর্মমধর্মঞ্চ কার্যঞ্চাকার্যমেব চ।
অযথাবৎ প্রজানাতি বুদ্ধিঃ সা পার্থ রাজসী ।।(গীতা, ১৮/৩১)

অর্থাৎ,যে বুদ্ধি দ্বারা শাস্ত্রবিহিত ও শাস্ত্রনিষিদ্ধ কর্ম এবং কর্তব্য ও অকর্তব্য যথার্থরূপে, অর্থাৎ সম্পূর্ণ নির্ণয়পূর্বক নিঃসন্দেহরূপে জানিতে পারা যায়না তাহা রাজসিক বুদ্ধি।

তামসিক বুদ্ধি কী সেই বিষয়ে অর্জুনকে ভগবান বলেন যথা –

অধর্মং ধর্মমিতি যা মন্যতে তমসাবৃতা।
সর্বার্থান্ বিপরীতাংশ্চ বুদ্ধিঃ সা পার্থ তামসী।।(গীতা,১৮/৩২)

অর্থাৎ,যে বুদ্ধি তমগুণে আচ্ছন্ন হয়ে অধর্ম কে ধর্ম বলে মনে করে এবং সকল বিষয়ের বিপরীত ভাবকে বোঝায় তাকে তামসিক বুদ্ধি বলে।

Process of decision making (সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রিয়া)

ভগবান অর্জুনের কাছে গহন তত্ব বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করলেন। কিন্তু অর্জুনের মনের অবস্থা দ্বিধা দ্বন্দেই ভরপুর, তাই অর্জুন নিরুত্তর রইল। গুহ্য কর্মযোগ ও গুহ্যতর হল নিরাকার পরমাত্মার প্রাপ্তি। ভগবান অনুভব করলেন, অর্জুন বাগ্ রুদ্ধ হয়ে আছে সেইমত অবস্থায় ভগবান অর্জুন কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার জন্য স্বাধীনতা দিলেন। কারণ সিদ্ধান্ত নিজেকেই নিতে হয়। ভগবান উপদেশমূলক যে সমস্ত কথা ব্যাখ্যা করলেও সিদ্ধান্ত অর্জুনের নিজস্ব। একেই বলে ব্যক্তি স্বাধীনতা। তাই গীতায় বলাহয়-

ইতি তে জ্ঞানমাখ্যাতং গুহ্যাদ্ গুহ্যতরং ময়া।
বিমৃশ্যৈতদশেষেণ যথেচ্ছসি তথা কুরু।।(গীতা,১৮/৬৩)

Contral over senses (ইন্দ্রিয়ের উপর নিয়ন্ত্রণ)

ইন্দ্রিয়ের উপর নিয়ন্ত্রন আবশ্যক। কারণ ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে বিষয়ের উপর ভোগতৃষ্ণা বৃদ্ধি পায়। স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তি বিষয়গুলি নিয়ে কখনো মনে কোন চিন্তা আসতে দেয় না। উপযোগী মানুষই ইন্দ্রিয়াদির বিষয় সমূহ থেকে ইন্দ্রিয়গুলিকে সম্যকরূপে অপসারণ করে নেন, তখন বুদ্ধি প্রতিষ্ঠিত হয়। বাহ্যতঃ ইন্দ্রিয়ের বিষয় থেকে সম্পর্ক ছেদ হলেও কিন্তু অন্তকরণে রসবুদ্ধি বজায় থাকে। এই রসতৃষ্ণা যতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের মনের মধ্যে থাকবে ততক্ষণ ইন্দ্রিয়গুলিও বিবেকবান ব্যক্তির বশে থাকে না। পরমাত্মার সাক্ষাৎকার হলে বিষয় ও বিষয়তৃষ্ণা উভয়ই চিরতরে নিবৃত্ত হয়। তাই গীতায় ভগবান বলেছেন-

বিষয়া বিনিবর্তন্তে নিরাহারস্য দেহিনঃ।
রসবর্জং রসোঽপ্যাহস্য পরং দৃষ্ট্বা নিবর্ততে।।(গীতা,২/৫৯)

সাধক যদি নিজের ইন্দ্রিয়কে সংযত না করেন তখন তার মধ্যে অহং ভাব থেকে যায়। আর এই অহংকার সাধকের সাধনার ক্ষেত্রে বাধাস্বরূপ হয়, ও সাধককে বিপথগামী করে তোলে। ভগবানের কৃপা থাকলেই ইন্দ্রিয়ের সংযমের সাফল্য লাভ করা যায়। স্থিতপ্রজ্ঞ হলে ইন্দ্রিয় সংযত হবে। তাই ভগবান বলেছেন-

তানি সর্বাণি সংযম্য যুক্ত আসিত্ সৎপর:।
বশে হি যস্যেন্দ্রিয়ান তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা। (গীতা,২/৬১)

কর্ম করার সময় ইন্দ্রিয়গুলি নিজের বশীভূত থাকা উচিত। সেই রূপ ইন্দ্রিয়গুলিকে বশীভূত করতে হলে ইন্দ্রিয়গুলির অনুরাগ ও বিদ্বেষ বর্জিত হওয়া আবশ্যক। ইন্দ্রিয়গুলির দ্বারা বিষয় সেবন করে হৃদয়ের প্রসন্নতা লাভ করা যায়। তাই বলা হয়েছে –

রাগদ্বেষবিযুক্তৈস্তু বিষয়ানিন্দ্রিয়ৈশ্চরণ্।
আত্মবশ্যৈর্বিধেয়াত্মা প্রসাদমধিগচ্ছতি।। (গীতা,২/৬৪)

Surrender of Kartribhava (কর্তৃভাবের আত্মসমর্পণ) :

কর্ম শাস্ত্রবিহিত হোক বা শাস্ত্রনিষিদ্ধ, শারীরিক হোক বা মানসিক বা বাচিক, স্থূল হোক বা সূক্ষ্ম–এই সমস্ত কর্মের সিদ্ধিতে পাঁচটি কারণের কথা বলা হয়েছে।

শরীর,অহংকার, বুদ্ধি ও নম সহ সকল ইন্দ্রিয়, প্রাণাদির বিবিধ কার্য এবং চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের আদিত্যাদি অধিষ্ঠাত্রী দেবতা- এই পাঁচটি সর্ব কর্মের কারণ। তাই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন-

অধিষ্ঠানং তথা কর্তা করণং চ পৃথগ্বিধম্।
বিবিধাশ্চ পৃথক্ চেষ্টা দৈবঞ্চৈবাত্র পঞ্চমম্।।(গীতা,১৮/১৪)

শরীর, মন ও বাক্যদ্বারা মানুষ যে সৎ বা অসৎ কর্ম করে ,সেই সমস্ত কর্মের কারণ এই পাঁচটি। কর্তৃত্বভাব দূর হলে অহংবোধ (আমি ভাব) দূর হয়। যেহেতু দেহাদি পাঁচটি কারণের দ্বারাই কায়িক, বাচিক ও মানসিক সমস্ত কর্ম সংপাদিত হয়, সেইজন্য যিনি শুদ্ধ অকর্তা আত্মাকে অসংস্কৃত বুদ্ধিহেতু অধিষ্ঠানাদি পঞ্চ কারণদ্বারা ক্রিয়মাণ কর্মের কর্তা বলে মনেকরেন, সেই ভ্রান্তবুদ্ধি ব্যক্তি সম্যগ্ দর্শী নয়। অর্থাৎ আত্মতত্ত্ব বা কর্মতত্ত্ব অবগত নয়। তাই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন –

তত্রৈবং সতি কর্তারমাত্মানং কেবলন্তু যঃ।
পশ্যত্যকৃতবুদ্ধিত্বান্ন স পশ্যতি দুর্মতিঃ।। (গীতা,১৮/১৬)

নিষ্কাম কর্মযোগী ক্রমে তত্ত্বদর্শী হয়ে দর্শনে, শ্রবণে, স্পর্শনে, আঘ্রাণে, ভোজনে, গমনে, নিদ্রায়, নিঃশ্বাস-গ্রহণে, কথনে, মলমূত্রাদি ত্যাগে, গ্রহণে, চক্ষুর উন্মেষে এবং নিমিষেও ইন্দ্রিয়গণ স্ব স্ব বিষয়ে প্রবৃত্ত - এইরূপ দৃঢ় ধারনা করে আমি অকর্তা ,কিছুই করি না -এই নিশ্চিত জানেন। গীতার ভাষায়-

নৈব কিঞ্চিৎ করোমিতি যুক্তো মন্যেত তত্ত্ববিৎ।
পশ্যন্ শৃণ্বন্ স্পৃশন্ জিঘ্রন্নশ্নন্ গচ্ছন্ স্বপন্ শ্বসন্।।
প্রলপন্ বিসৃজন্ গৃহ্নন্নুন্মিষন্নিমিষন্নপি।
ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেষু বর্তন্ত ইতি ধারয়ন্।।(গীতা ৫/৮-৯)

Desirelessness (আকাঙ্খা বিহীনতা):

জীব সংসারে মোহবশত আবদ্ধ হয়। কর্মকে দুইভাগে ভাগ করা যায় (১) সকাম কর্ম ও নিষ্কাম কর্ম।কামনা বাসনা যুক্ত কর্মকে সকাম কর্ম বলে, আর কামনা বাসনা বর্জিত কর্মকে নিষ্কাম কর্ম বলে। আগুনে সে ঘৃতাহুতি দিলে তা বর্ধিত হয় তেমনি কামান বাসনাও ক্রমে ক্রমে বর্ধিত হয়। তাই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে কামনা বাসনা বর্জিত কর্ম করার কথা বলেছেন। আমাদের অন্ত:ইন্দ্রিয় মনের আকাঙ্ক্ষাই লোভে পরিণত হয়। লোভ থেকেই পাপের উদ্ভব আর পাপ থেকেই মৃত্যু।

কর্ম সম্পূর্ণ হওয়া বা না হওয়া , কর্মের মধ্যে প্রশংসা বা নিন্দা, সিদ্ধি বা অসিদ্ধি আছে, তাতে সম থাকা উচিত। কর্মযোগীর সমভাব এমন হবে যাতে কর্ম হোক বা না হোক, ফল প্রাপ্তি হোক বা না হোক আমাদের কেবল কর্তব্য পালন করা উচিত। সাধকের ভাবের অনুভব হোক বা না হোক, তার আসল উদ্দেশ্য হবে কামনা বাসনা ত্যাগ করার সমভাব আনার। ভগবান বললেন হে ধনঞ্জয়, যোগস্থ হয়ে শুধু ঈশ্বরের জন্য কর্ম করো। সকল কর্মের মধ্যে সমবোধই শ্রেষ্ঠ কর্ম। যদি সমবোধ না থাকে তাহলে শরীরে অহং ও মমত্ব আসে যা পশুবুদ্ধি সমান। তাই ভগবান বলেছেন —

যোগস্থঃ কুরু কর্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ধনঞ্জয়।
সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ সমো ভূত্বা সমত্বং যোগ উচ্যতে।। (২/৪৮ গীতা)

সাধক যখন তাঁর সমস্ত মনোগ কামনা সম্পূর্ণভাবে পরিত্যাগ যিনি সন্তুষ্ট তিনি তখন তিনি পরমাত্মার সহিত যুক্ত হওয়ার সুবর্ণ সুযোগ লাভ করেন। তাকে আর জন্মচক্রে আবর্তিত হতে হয় না। আকাঙ্খা মাকড়সার জালের মতো আমাদের অন্তঃকরণকে ধীরে ধীরে গ্রাস করে অজ্ঞানরূপ অন্ধকারে নিমজ্জিত করে। তাই মোহময় সাগরের গভীর অতলে ডুবে যায়। তাই আকাঙ্খা যুক্ত ব্যক্তি ভবসাগরের নিমজ্জিত হয় আর আকাঙ্খা বিহীন ব্যাক্তি কামনার উর্দ্ধে গিয়ে মোক্ষ লাভের অধিকারী হয়।